উপজেলা রিসোর্স সেন্টার কেন?

বিপুল চন্দ্র মজুমদার, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে উপজেলাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয় ব্যাবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, প্রাক-প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, বেসিক ইন সার্ভিস (MWTL) প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ,একাডেমিক সুপারভিশন, কারিকুলাম বিস্তরণ, লিডারশিপ প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও মানসম্মত শ্রেণি পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সাব-ক্লাস্টার পরিদর্শনের মাধ্যমে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করছে।

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এক নতুন অবকাঠামোগত সংযোজন। শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রাক- প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা হলো সকল শিক্ষার মূলভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমানগত মান বৃদ্ধি পেলে গুণগতমান এখনও সন্তোষজনক পযায়ে পৌছেনি। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকগণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন শিখন-শেখানোর কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মান সম্মত পাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইউআরসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ইউআরসি শ্রেণাকক্ষের শিখন- শেখানো কার্যক্রমকে (শিক্ষার্থীদের নিকট আর্কষনীয়, সহজে বোধগম্য, শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষকের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন পদ্বতি ও কৌশল প্রয়োগ, উপকরণ ও পাঠটিকা ব্যবহার) চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকদের জন্য স্থানীয় সেবা প্রদান করে আসছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রধান অর্জন সমুহ:

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২টি বিদ্যালয়ে পঠন দক্ষতা অর্জন
- শিড়্গাকদের চাহিদা ভিত্তিক সাবক্লাষ্টারের প্রশিক্ষণের আয়োজন
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন।
- সকল পশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার
- প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার (ই-মনিটরিং)
- পরিদর্শন ও একাডেমিক সুপারভিশন কার্যক্রম ফলপ্রসু ও জোরদার করা
- প্রতি ২ মাসে ১টি করে বিদ্যালয় Lesson study এর আওতায় আনা হয়েছে
- এ বছরে ৫টি বিদ্যালয়ের ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের পরিদর্শন করা হয়েছে

বিগত বছর ও বিগত তিন অর্থ বছরের চিত্র:

পিইডিপি-৩ ও ৪ এর আওতায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টার হতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্রম	বিষয়	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	মোট
০১	বিষয়ভিত্তিক বাংলা প্রশিক্ষণ	৭৫	-	৯০	১৬৫ জন
০২	বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি প্রশিক্ষণ	৭৫	-	৯০	১৬৫ জন
০৩	বিষয়ভিত্তিক গণিত প্রশিক্ষণ	-	-	-	-
০৪	বিষয়ভিত্তিক বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	৭৫	-	১৫০	২২৫ জন
০৫	বিষয়ভিত্তিক প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ	৭৫	-	১৮০	২৫৫ জন
০৬	চারু ও কারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	-	-	৩০	৩০ জন
০৭	শারীরিক শিক্ষা	-	-	৬০	৬০ জন
০৮	সংগীত	১৫০	-	-	১৫০ জন

০৯	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫	-	-	২৫ জন
১০	শিক্ষাক্রম বিস্তারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	-	-	-	-
১১	প্রধান শিক্ষকগণের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ	২৫	২৫	-	৫০ জন
১২	একাডেমিক তত্ত্বাবধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ	-	-	-	-
১৩	(TSN) through Lesson Study	৬০	-	-	৬০ জন
১৪	Competency based items development, marking and test administration	৩৩০	১৮০	১৮০	৬৯০ জন
১৫	নবনিযুক্ত শিক্ষকদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	৩০	৫০	-	৮০ জন
	মোট প্রশিক্ষণ	৯৫০	২৫৫	৭৮০	১৯৫৫ জন

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ:

- ইউআরসিতে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা।
- ইউআরসিতে প্রার্থনা কক্ষ না থাকা।
- দূরের প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য আবাসিক ব্যবস্থা না থাকা।
- প্রশিক্ষণের জরুরী প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সরবরাহ করার জন্য ফটোকপিয়ার মেশিন না থাকা।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মোটর সাইকেল রাখার জন্য শেড না থাকা।
- ইউআরসির প্রশিক্ষণ কক্ষ আধুনিকায়ন না থাকা।
- একাধিক প্রশিক্ষণ কক্ষ না থাকা।
- অফিস সহায়কসহ অন্যান্য জনবলের ঘাটতি থাকা।
- আইসিটি ল্যাব না থাকা
- প্রশিক্ষণকালীন দুপুরের খাবারের সুব্যবস্থা না থাকা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকগণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। ভবিষ্যতে প্রতি বিষয়ে প্রত্যেক বিদ্যালয় হতে দুইজন করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সকল শিক্ষকগণকে আন্তরিকতার সাথে শ্রেণি কক্ষে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোড়দার করতে হবে। স্থানীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ডেপুটেশনের দায়িত্ব ইউআরসিকে প্রদান করা যেতে পারে। প্রাক- প্রাথমিক শ্রেণি যাতে রুটিন অনুযায়ী চালাতে পারে সে জন্য প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণের বাইরের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোকে রুটিন প্রদান করা হবে। ইংরেজী বিষয়ের জন্য English In Action উপকরণগুলো এবং তৈরিকৃত উপকরণ যাতে ব্যবহার করে তার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালানো হবে। প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে ১টি করে বিদ্যালয় Lesson study এর আওতায় আনা হবে। মডেল স্কুলে ৫ম শ্রেণির সাপ্তাহিক পরীক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি মাসে (জানুয়ারী - জুন) ১টি করে পাঠ উপস্থাপন, পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করা হবে। প্রতি প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার কৌশল, মানব পাচার, One day oneword, ও মিড ডে মিল (Mid day meal) নিয়ে আলোচনা করে সচেতনতা তৈরি করব এবং মিড ডে মিল নিশ্চিত করার চেষ্টা করব।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রধান অর্জন সমূহ:

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ২টি বিদ্যালয়ে পঠন দক্ষতা অর্জন
- শিক্ষকদের চাহিদা ভিত্তিক সাব-ক্লাষ্টারের প্রশিক্ষণের আয়োজন
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন।
- সকল পশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার
- প্রাথমিক শিক্ষা পশিক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার (ই-মনিটরিং)
- পরিদর্শন ও একাডেমিক সুপারভিশন কার্যক্রম ফলপ্রসু ও জোরদার করা
- প্রতি ২ মাসে ১টি করে বিদ্যালয় Lesson study এর আওতায় আনা হয়েছে

- এ বছরে ৫টি বিদ্যালয়ের ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের পরিদর্শন করা হয়েছে
- ৪০ জন প্রধান শিক্ষকে প্রাথমিক পর্যায়ে ICT ধারণা দেয়া হয়েছে
- ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রদান করা হয়েছে
- ২টি ইনোভেশন ধারনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে
- এপিএসসি ফরম পূরণ, অনলাইনে তথ্য প্রদানে সহায়তা করাসহ ডিজিটাল কনটেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ হালফিলকরণ ।
- শিক্ষকদের চাহিদা ভিত্তিক সাব-ক্লাস্টারের প্রশিক্ষণের ম্যানুয়াল তৈরিকরণ
- সাব-ক্লাস্টারের প্রশিক্ষণের সহায়কদের ওরিয়েন্টেশন
- পাঠ সমীক্ষা, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন
- বিদ্যালয়ের অভিভাবক সমাবেশে অংশগ্রহণ
- অনলাইনে সকল সেবা প্রদানে করা ।

আপডেট: ১৭/০২/২১